এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

নবম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ১২, সাপ্তাহিক ২২ মার্চ ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 22 March. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 9, Issue 12, Rs. 2

# প্রচারে ঝাঁপালেন শঙ্কর ঘোষ, শিলিগুড়িতে জমে উঠছে রাজনৈতিক লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়িতে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিলেন বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ। সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্করবাবু দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নেমে পড়েছেন জনসংযোগে।

মঙ্গলবার সকালে পুজো দিয়ে দিনের সূচনা করেন তিনি। এরপর হিলকার্ট রোডের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় তার প্রচার কর্মসূচি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলা থেকে শুরু করে বাজার এলাকায় ঘুরে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা;সব ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় তাকে।

বিশেষভাবে নজর কাড়ে শিলিগুড়ির মহাবীর স্থানে ব্যবসায়ীদের হাতে গীতা তুলে দিয়ে প্রচার চালানোর দৃশ্য। এর মাধ্যমে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবহে ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন বিজেপি প্রার্থী।

এদিকে, শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ময়দান ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত। বামফ্রন্ট তাদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তীকে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হচ্ছেন শহরের মেয়র গৌতম দেব। ফলে এবার মূল লড়াই যে শঙ্কর ঘোষ ও গৌতম দেবের মধ্যে হতে চলেছে, তা স্পষ্ট।

প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই সময় নষ্ট না করে মাঠে নেমে পড়েছেন শঙ্কর ঘোষ। সোমবার দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করার পর, মঙ্গলবার দলীয় পতাকা হাতে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে সরাসরি মানুষের দরজায় পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি, চাইছেন সমর্থন ও ভোট।

# নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই লাগু নির্বাচন আচরণবিধি পশ্চিমবঙ্গে ১৫ মার্চ থেকে ৪ মে পর্যন্ত কার্যকর একাধিক নিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃভারতের নির্বাচন কমিশন ১৫ মার্চ ২০২৬ রবিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যজুড়ে মডেল কোড অব কন্ডাক্ট বা নির্বাচন আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। এই নিয়মাবলি ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়া এবং ফল ঘোষণা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণামতে, পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪টি বিধানসভা আসনে ভোট হবে দুই দফায়;২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল, এবং ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা হবে ৪ মে ২০২৬। প্রথম দফায় ভোট রয়েছে কোচবিহার ৯টি আসন, আলিপুরদুয়ার ৫টি,জলপাইগুড়ি ৭টি আসন,কালিম্পং ও দার্জিলিং ৬টি আসন, উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর ১৫টি,মালদা ও মুর্শিদাবাদ ৩৪টি,পূর্ব মেদিনীপুর ১৬, বাঁকুড়া ১২, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম ২০টি,পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম ১৮,পুরুলিয়া ৯ ।দ্বিতীয় দফার ভোট হবে নদীয়া ১৭টি,উত্তর ২৪ পরগণা ৩৩, দক্ষিন ২৪ পরগনা ৩১,কলকাতা ১১, হাওড়া ১৬,হুগলি ১৮,পূর্ব বর্ধমান ১৬টি আসন।

১৫ মার্চ ২০২৬ বিকেলে নির্বাচন সূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। এই নিয়ম কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং প্রশাসনের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচনের ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আচরণবিধি কার্যকর থাকে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এই বিধিনিষেধ ১৫ মার্চ থেকে ৪ মে ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

আচরণবিধি লাগু হলে প্রধান নিয়মগুলো

নির্বাচন আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ চালু হয়েছে;

সরকার নতুন কোনো উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করতে পারে না।

সরকারি অর্থ বা সম্পদ নির্বাচন প্রচারে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

সরকারি কর্মচারীদের বদলি বা নিয়োগে বিশেষ বিধিনিষেধ রয়েছে ।

ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়কে উসকে দিয়ে ভোট প্রচার করা নিষিদ্ধ।

প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনার করতে হবে।

নির্বাচন ঘোষণা ১৫ মার্চ ২০২৬
প্রথম দফা ভোট ২৩ এপ্রিল ২০২৬
দ্বিতীয় দফা ভোট ২৯ এপ্রিল ২০২৬
ভোট গণনা ও ফল ৪ মে ২০২৬

নির্বাচন কমিশনের ভোট ঘোষণার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে, যাতে ভোট প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করা যায়।

# শিলিগুড়িকে আধুনিক ও মানবিক শহর হিসেবে গড়ার বার্তা, প্রচারে গৌতম দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন ও মানবিক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরলেন শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, জয়ী হলে শিলিগুড়িকে আরও সুন্দর, গতিশীল এবং আধুনিক সংস্কৃতিমনস্ক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি কাজ করতে চান।গৌতম দেব বলেন, তাঁর লক্ষ্য এমন একটি শহর গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা, প্রগতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ একসঙ্গে বিকশিত হবে। শিলিগুড়িকে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার সুযোগ চান বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি, শহরকে প্রকৃত অর্থে সকল মানুষের মিলনক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি। মানুষের দুঃসময়ে পাশে থাকার অঙ্গীকার করে তৃণমূল প্রার্থী জানান, তিনি চান শিলিগুড়ি এমন একটি শহরে পরিণত হোক যেখানে কেউ কাউকে অপমান না করে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় থাকে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরপরই গৌতম দেব প্রচার শুরু করেছেন। এদিন তাঁর সঙ্গে দলের কর্মী-সমর্থকরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, শিলিগুড়ি শুধুমাত্র একটি শহর নয়, বরং একটি পরিবারের মতো;যার উন্নয়নে প্রয়োজন অভিজ্ঞ নেতৃত্বের দিশা।দলীয় কর্মীদের দাবি, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং মেয়র হিসেবে শহর পরিচালনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে গৌতম দেব শিলিগুড়ির সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবেন। তাঁদের কথায়, তশিলিগুড়ির মানুষের পাশে ঘরের মানুষের মতো থাকতেই এবার সরাসরি বিধানসভা থেকে কাজ করতে চান গৌতম দেব।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী ), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ ( সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

# সম্পাদকীয়

## শান্তির ভোটেই গণতন্ত্রের জয়

পশ্চিমবঙ্গ আবারও এক গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক উৎসবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন শুধু ক্ষমতার পালাবদলের লড়াই নয়, এটি মানুষের মতপ্রকাশের অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সম্প্রীতির এক বড় পরীক্ষা। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ যতই বাড়ুক না কেন, আমাদের মূল প্রত্যাশা একটাই;ভোট হোক শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ।

ইতিহাস বলছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে দেশের অন্যতম অগ্রগণ্য রাজ্য। কিন্তু সেই ইতিহাসের পাতায় কখনও কখনও হিংসার কালো ছায়াও দেখা গেছে। গণতন্ত্রের এই উৎসবকে যদি রক্তাক্ত স্মৃতিতে ভরিয়ে তোলা হয়, তবে তা শুধু রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা নয়, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক চেতনারও পরাজয়।

এই প্রেক্ষাপটে প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল এবং সর্বোপরি সাধারণ ভোটার;সকলেরই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনের কাছে প্রত্যাশা, তারা যেন কঠোরভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনকে বরদাস্ত না করে। নির্বাচন কমিশনের উচিত নিরপেক্ষতার প্রতি আস্থা বজায় রেখে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও আবেদন;তারা যেন প্রতিপক্ষকে শত্রু না ভেবে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখেন। মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতভেদ যেন কখনও হিংসার রূপ না নেয়। সভা-সমাবেশে উত্তেজক ভাষণ বা বিভাজনের রাজনীতি পরিহার করে, উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক ইস্যুকে সামনে রেখে প্রচার চালানোই প্রকৃত গণতান্ত্রিক আচরণ।

সবচেয়ে বড় ভূমিকা অবশ্যই সাধারণ মানুষের। ভোটারদের সচেতনতা এবং সংযমই পারে এই নির্বাচনকে সত্যিকার অর্থে উৎসবে পরিণত করতে। ভয়ভীতি বা প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা;এটাই একজন নাগরিকের সবচেয়ে বড় শক্তি।

খবরের ঘন্টাদ সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি; শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই পারে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে। হিংসা নয়, সহনশীলতা; বিভাজন নয়, ঐক্য;এই বার্তাই ছড়িয়ে পড়ুক বাংলার প্রতিটি প্রান্তে।

আসুন, আমরা সকলে মিলে প্রতিজ্ঞা করি;২০২৬-এর নির্বাচন হবে শান্তির, সম্মানের এবং গণতন্ত্রের প্রকৃত জয়গানের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

### পাঠক সংযোগ বিভাগ

## আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

# সম্মাননায় ভরা ঘর, অসুস্থতার মাঝেও সাহিত্য ও সংগীতে অবিচল নির্মলেন্দু দাস ও গোপা দাস



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ির হায়দরপাড়া এলাকার শরৎচন্দ্র পল্লীতে বিজ্ঞানী ও কবি নির্মলেন্দু দাসের বাড়িতে ঢুকলেই চোখে পড়ে সারি সারি পুরস্কার ও সম্মাননা স্মারক। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় সাজানো রয়েছে অসংখ্য ট্রফি, সার্টিফিকেট ও স্মারকচিহ্ন। নির্মলেন্দু দাস, তাঁর স্ত্রী বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী গোপা দাস এবং বৃদ্ধা মা মুকুল দাস;তিনজনই তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভা ও অবদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে এই সম্মাননাগুলি অর্জন করেছেন। এর মধ্যে বহু স্বীকৃতি এসেছে কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য মঞ্চ থেকে।

সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত পরপর তিনটি অনুষ্ঠানে নির্মলেন্দু দাস ও গোপা দাস বিশেষ সম্মাননা লাভ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মৌলালী যুব কেন্দ্রে আয়োজিত ‘প্রতিভা সন্ধানে’ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলন ২০২৫। এছাড়াও কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং হুগলির ধনিয়াখালিতে ‘মাতৃভূমি’ সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মান জানানো হয়।

প্রতিটি অনুষ্ঠানেই কবি নির্মলেন্দু দাস যেমন সম্মানিত হয়েছেন, তেমনি সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে গোপা দাসও পেয়েছেন বিশেষ স্বীকৃতি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আয়োজিত কলম শিল্পী ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে গোপা দাসকে ‘বেস্ট সিঙ্গার এক্সিলেন্স’ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অন্যদিকে ধনিয়াখালির অনুষ্ঠানে তিনি লাভ করেন ‘সঙ্গীত সুধাকর’ সম্মান।

বর্তমানে নির্মলেন্দু দাস ও গোপা দাস দু’জনেই শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছেন। তবে অসুস্থতার মাঝেও তাঁদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা থেমে নেই। কবিতা লেখা, সংগীতচর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁরা এখনও নিয়মিতভাবে যুক্ত। তাঁদের মতে, সাহিত্য ও সংগীতের অনুশীলনই তাঁদের মানসিকভাবে শক্তি জোগায় এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, দীর্ঘদিনের এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সাধনার ফলে নির্মলেন্দু দাস ও গোপা দাস ইতিমধ্যেই বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁদের এই নিরন্তর সাহিত্য-সংস্কৃতি সাধনা সমাজের কাছে এক অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

# দার্জিলিং জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা নির্বাচনী বিধি ও প্রস্তুতির বিস্তারিত খতিয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচন আধিকারিকের পক্ষ থেকে গত ১৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে একটি বিস্তারিত প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে নির্বাচনের তারিখ, ভোটার সংখ্যা এবং নির্বাচনী বিধিনিষেধ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হয়েছে।

১. নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, দার্জিলিং জেলার বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে ভোট গ্রহণের জন্য গ্ধবিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৬ এপ্রিল, ২০২৬।

মনোনয়নপত্র যাচাই ০৭ এপ্রিল,

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

## বিস্তারিত খতিয়ান

প্রথম পাতার পর

২০২৬।

মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ০৯ এপ্রিল, ২০২৬

ভোট গ্রহণের তারিখ ২৩ এপ্রিল, ২০২৬

ভোট গণনা ০৪ মে, ২০২৬

২. দার্জিলিং জেলার প্রশাসনিক কাঠামোয় রয়েছে ৯টি ব্লক এবং ৪টি মহকুমা। ২০২৬ সালের জন্য জেলার সম্ভাব্য জনসংখ্যা ধরা হয়েছে ১৭,৩৫, ৯০৮ জন।

৩. ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর তথ্য অনুযায়ী জেলার নির্বাচনী প্রোফাইল এইরকম

মোট ভোটার ১১,৪৮,২০৯ জন

লিঙ্গ অনুপাত ১০০৬ (মহিলা ভোটার পুরুষের তুলনায় বেশি)

ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা মোট ১৫১৭টি (১৪৬৫টি মূল এবং ৫২টি অতিরিক্ত বুথ)

ভোটগ্রহণের স্থান ১০৫৪টি

বিশেষ ভোটার ৭,৭৩৯ জন সার্ভিস ভোটার এবং ৭,৬৬২ জন প্রতিবন্ধী ভোটার।

দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্রে পুরুষ ভোটার ১,০৭,৭৩৪ জন,মহিলা ভোটার ১,০৯,৪৩৪ জন, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২ জন, মোট ভোটার ২,১৭,১৭০ জন।

কার্শিয়াং বিধানসভা এলাকায় পুরুষ ভোটার ১,০৮,৬৩৮ জন,মহিলা ভোটার ১,১২,৫৯৪ জন, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩জন এবং মোট ভোটার ২,২১,২৩৫ জন।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে ১, ৩৭,৮৮৯ জন পুরুষ ভোটার, ১,৩৯, ১১১ জন মহিলা ভোটার, ৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার এবং সবমিলিয়ে মোট ভোটার ২,৭৭,০০৪ জন।

উ শিলিগুড়ি বিধান সভা কেন্দ্রে ১,০১,৫৩৮ জন পুরুষ, ১,০১,৮৫০ জন মহিলা,১৭ জন তৃতীয় লিঙ্গ এবং সবমিলিয়ে ২,০৩,৪০৫ জন মোট ভোটার।

ফাঁসিদেওয়া বিধান সভা কেন্দ্রে ১,১৬,৬৩৮ জন পুরুষ ভোটার , ১,১২,৭৫৪ জন মহিলা ভোটার, ৩ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার এবং ২,২৯,৩৯৫ জন মোট ভোটার।

১৮-১৯ বছর বয়সী নতুন ভোটারের সংখ্যা ৮,৯৪৯ জন।

৪. ধ্বনির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রশাসন বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে

নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ দল, মিডিয়া সেল এবং 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট' (ধ্বঙ্খঙ্খ) সেল গঠন করা হয়েছে।

শহর ও গ্রামীণ স্তরে অভিযোগ জানানোর জন্য ২৪অ৭ টোল-ফ্রি নম্বর ১৯৫০ চালু করা হয়েছে।

১৫ মার্চ থেকে জেলাজুড়ে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে।

৫। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ধারা ৭৭(১) অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নের দিন থেকে ফল ঘোষণা পর্যন্ত খরচের সঠিক হিসাব রাখতে হবে। এই নিয়ম অমান্য করা হলে প্রার্থি পদ বাতিল হতে পারে।

ধারা ১২৭এ অনুযায়ী, নির্বাচনী বিজ্ঞাপনে প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম-ঠিকানা থাকা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় জেল বা জরিমানা হতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১এইচ ধারা অনুযায়ী, প্রার্থীর লিখিত অনুমতি ছাড়া তার প্রচারে টাকা খরচ করা অপরাধ। ১০ টাকার বেশি খরচ করলে ১০ দিনের মধ্যে প্রার্থীর অনুমতি নিতে হবে।

জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

# শিলিগুড়িতে ত্রিমুখী লড়াই জমে উঠেছে, প্রচারে জোর সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রার্থী হয়েছেন গৌতন দেব, অন্যদিকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন শঙ্কর ঘোষ । পাশাপাশি সিপিএমের প্রার্থী হিসেবে ময়দানে নেমেছেন শরদিন্দু চক্রবর্তী , যিনি 'জয়' নামেও পরিচিত। ফলে এই কেন্দ্রে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন বেশ তীব্র আকার নিয়েছে।

বুধবার শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী বাজার এলাকায় জোরকদমে প্রচার চালান শরদিন্দু চক্রবর্তী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে, হাসিমুখে এবং হাত জোড় করে ভোট প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তিনি প্রচারে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সিপিএমের মুখ হিসেবে পরিচিত শরদিন্দুবাবু। ওই ওয়ার্ড থেকে তিনি একাধিকবার পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, যা এলাকায় তাঁর সংগঠনিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেই অভিজ্ঞতাকেই পুঁজি করে তিনি ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন

# হারানো মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক শিলিগুড়ি শহরে হারিয়ে যাওয়া একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। গত কয়েক মাসে শিলিগুড়ি থানার অধীনে প্রায় ৫০টি মোবাইল হারানোর অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।

অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ প্রযুক্তির সহায়তায় মোবাইল নম্বরের ভিত্তিতে আইএমইআই ট্র্যাক করে তদন্ত শুরু করে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর একে একে সেই মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মোবাইল মালিকদের থানায় ডেকে তাদের হাতে ফোনগুলি তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিত বিশ্বাস। পাশাপাশি পানিট্যাঙ্কি থানার ওসি নির্মল দাস এবং খালপাড়া থানার ওসি প্রসেনজিত দে সরকারও উপস্থিত ছিলেন।

নিজেদের হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন সাধারণ মানুষ। পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি মোবাইল ফোনের মালিকরা।

# শিলিগুড়িতে বায়োকেমিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন, বিশিষ্ট সমাজকর্মী নীতিশ বসুকে 'অনার অব এক্সেলেন্স' সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ ২০২৬ শিলিগুড়ির তিনবাতি এলাকার আর.এস. ভবনে বায়োকেমিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পতাকা উত্তোলন, অতিথি বরণ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তক উইলিয়াম হেনরি সুয়ারেজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রবীণ সমাজকর্মী নীতিশ বসু ও সংগঠনের সভাপতি ডাঃ গুরুদেব রায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালন করে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে ডাঃ গুরুদেব রায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং প্রতিবেশী রাজ্য থেকে আগত চিকিৎসকদের স্বাগত জানিয়ে সম্মেলনের লক্ষ্য, কর্মপরিকল্পনা এবং সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

এদিনের কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মানবসেবায় দীর্ঘদিনের অসামান্য অবদান এবং দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য প্রবীণ সমাজকর্মী নীতিশ বসুকে শিলিগুড়ির 'বিশিষ্ট সমাজকর্মী' হিসেবে সম্মাননা জানানো হয়। পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসুর হাতে 'অনার অব এক্সেলেন্স' স্মারক তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ গুরুদেব রায়, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ চন্দন ভট্টাচার্য এবং অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক ডাঃ সুজিত কুমার দে।

এই সম্মাননা প্রদান পর্বে উপস্থিত চিকিৎসক ও অতিথিরা করতালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানস্থলকে মুখরিত করে তোলেন। সম্মাননা গ্রহণের পর আবেগাপ্লুত নীতিশ বসু সম্মেলনের আয়োজক ও উপস্থিত চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রায় ছয় দশকের সমাজসেবার জীবনে এই স্বীকৃতি তাঁর কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি চিকিৎসক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শেষে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সকলের কল্যাণ কামনা করা হয়। পরে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান অতনু চ্যাটার্জি সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্মেলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## অনুপ্রেরনা

### ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

**সম্পাদক, খবরের ঘন্টা**

## ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

---

## আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

## গ্যাস সঙ্কটে ঘুঁটের চাহিদা বৃদ্ধি, শিলিগুড়িতে ঘুঁটে পিছু দাম বাড়ল ৫০ পয়সা

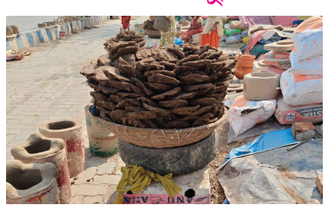

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃরান্নার গ্যাসের টানাপোড়েনে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় আবারও অনেকের ভরসা হয়ে উঠছে গরুর গোবর থেকে তৈরি ঘুঁটে। শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড এলাকায় ঘুঁটের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় তার দামও বৃদ্ধি পেয়েছে;প্রতি ঘুঁটে পিছু প্রায় ৫০ পয়সা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে একটি ঘুঁটে যেখানে ২ টাকায় বিক্রি হত, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ টাকা ৫০ পয়সায়। গ্যাসের অনিশ্চয়তার কারণে বহু পরিবার ও ছোট ব্যবসায়ী বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষ করে কিছু হোটেল ও চায়ের দোকানে গ্যাস সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে মাটির উনুনে ঘুঁটে ব্যবহার করে রান্না করতে দেখা যাচ্ছে।

একসময় গ্রামাঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত এই জ্বালানি সহজলভ্য ও সস্তা হওয়ায় জনপ্রিয় ছিল। তবে এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। ঘুঁটে জ্বালালে তুলনামূলকভাবে বেশি ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, যা শ্বাসকষ্ট বা চোখ জ্বালার মতো সমস্যার কারণ হতে পারে। বিশেষ করে ঘরের ভেতরে ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে। পাশাপাশি, এর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা এলপিজির তুলনায় কম এবং পরিবেশে ক্ষতিকর কণিকাও ছড়িয়ে পড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জরুরি পরিস্থিতিতে ঘুঁটে সাময়িক সমাধান দিলেও এটি আধুনিক ও নিরাপদ জ্বালানির বিকল্প হতে পারে না। তবে গরুর গোবর থেকে আরও উন্নত ও কার্যকর জ্বালানি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে; যার অন্যতম উদাহরণ বায়োগ্যাস।

গোবর ও অন্যান্য জৈব বর্জ্য পচিয়ে উৎপন্ন বায়োগ্যাস রান্নার কাজে এলপিজির মতোই ব্যবহার করা যায়। এতে মূল উপাদান হিসেবে থাকে মিথেন গ্যাস, যা তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি। গ্রামাঞ্চলে ছোট আকারের প্ল্যান্টের মাধ্যমে এটি সহজেই তৈরি করা সম্ভব। ধোঁয়া প্রায় না থাকায় এবং কার্বন নিঃসরণ কম হওয়ায় বায়োগ্যাস পরিবেশবান্ধব বিকল্প হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি, উৎপাদনের পর অবশিষ্ট অংশ ভালো জৈব সার হিসেবেও কাজে লাগে।

সবদিক বিচার করে বলা যায়, গোবর থেকে জ্বালানি উৎপাদন অবশ্যই সম্ভব, তবে ঘুঁটে নয়;বায়োগ্যাসই ভবিষ্যতের অধিক কার্যকর ও টেকসই সমাধান হতে পারে। বর্তমান গ্যাস সঙ্কটের প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে বায়োগ্যাসকে আরও বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়ার দাবিও জোরদার হচ্ছে।

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 9 Issue 12

**PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)**